দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 19 JUN 1994
কলাম

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার কতিপয় দিক

সৈয়দা শামসে আরা হোসেন

গ্রীক দার্শনিক এ্যারিস্টটল শিক্ষাকে মানুষের সুপ্ত শক্তি বিকাশ সাধনের পন্থা হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। মানুষের মেধা-মননের বিকাশ এবং সৃজনশীল শক্তির উন্মেষ ঘটানোর ক্ষেত্রে শিক্ষা সবচেয়ে কার্যকর। বস্তুত পক্ষে এক্ষেত্রে শিক্ষার কোন বিকল্পনেই। শিক্ষার মাধ্যমে আহরিত জ্ঞান, শক্তি ও দক্ষতা মানুষকে কর্মসাধনায় উদ্বুদ্ধ করে, মনুষত্ব বোধ জাগ্রত করে। শিক্ষার প্রভাবে উন্মোচিত চিন্তা ও কল্পনাশক্তি মানুষকে তার সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নয়ন সাধনে সক্ষম করে তোলে। মানুষ তার সুপ্ত শক্তি ও গুণাবলী বিকাশের পথ ধরে অগ্রসর হতে পারে, পারে তার ব্যক্তি জীবনের সমৃদ্ধির দাবি, বিকাশের দাবি, সৃজনশীলতার দাবিকে মিটিয়ে জীবনকে সার্থকতায় পূর্ণ করতে। নিজের মাঝে জাগ্রত অনুসন্ধিৎসা আর উদ্যোগ তার উদ্ভাবনী শক্তির উন্মেষ ঘটাতে সহায়ক হয়। তাকে উদ্যমী করে শ্রম, সম্পদ আর প্রযুক্তির সমন্বয় ঘটিয়ে তার পরিবেশকে সমৃদ্ধ করতে।

শিক্ষা, জীবনের প্রয়োজনকে মেটানোর জন্য ব্যক্তিকে এই প্রস্তুতি অর্জনে সক্ষম করে। শিক্ষাকে এই প্রস্তুতি অর্জনের সহায়ক বিষয়বস্তুসমৃদ্ধ হতে হবে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ব্যক্তি জীবনে প্রস্তুতির প্রয়োজন দ্বিমুখী, জীবিকামুখী শক্তির বিকাশের প্রস্তুতি এবং মনুষত্বমুখী বৃত্তির বিকাশের প্রস্তুতি। একই সূত্রে গাঁথা মানুষের ব্যক্তি মানসের বিকাশ এবং তার সমাজ জীবনের বিকাশ। দার্শনিক প্লেটো বলেছিলেন, শিক্ষাকে ভিত্তি করেই মানুষের আত্মা জ্ঞানের জগতে প্রবেশ করে। এই জ্ঞানের জগতে প্রবেশ লাভের মাধ্যমেই অন্যান্য প্রাণী থেকে মানুষ উন্নততর জগতে পদার্পণ করে, কালক্রমে সৃষ্টিকর্তার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসাবে মর্যাদা লাভ করে এবং শিক্ষাকে সব কিছুর উর্ধে স্থান দিতে শেখে। শিক্ষার অপরিসীম গুরুত্ব এবং প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে বিশ্বে প্রত্যেকটি রাষ্ট্র নিজ জনগণের শিক্ষার বিষয়টি অগ্রাধিকার দিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। শিক্ষার পদ্ধতি, বিষয়বস্তু উন্নততর, যুগোপযোগী করে ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে শিক্ষার প্রভাব ফলপ্রসূ করার উদ্যোগ অব্যাহত রেখেছে।

মানুষের সারা জীবন জুড়েই শিক্ষা গ্রহণ অব্যাহত থাকে। এ সত্বে সাধারণভাবে জীবনের প্রস্তুতিকালকেই অর্থাৎ শৈশব, কৈশোর ও যৌবন কালকেই শিক্ষার কাল বলে ধরা হয়। শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক বিভিন্ন পর্যায় বয়সের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নির্দিষ্ট করা হয়। যেমন শৈশবে প্রাথমিক, কৈশোরে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, যৌবনে উচ্চ শিক্ষা। প্রত্যেক দেশের জাতীয় প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে নির্ধারণ করা হয় শিক্ষার বিষয় এবং পাঠ্যসূচী। শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনে যথার্থভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রণীত হয় রাষ্ট্রভিত্তিক "জাতীয় শিক্ষানীতি"। রাষ্ট্রের জাতীয় লক্ষ্য অর্জন, জনগণের মাঝে দেশপ্রেম জাগ্রতকরণ, ব্যক্তি মানসের মানবিক গুণাবলী বিকাশ এবং সুপ্ত কর্মশক্তির উন্মেষ ঘটানোর সহায়ক হতে হবে শিক্ষা ব্যবস্থা। উৎপাদনমুখী, সৃজনশীল কর্মসম্পাদনে অনুপ্রাণিত করার বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হবে শিক্ষা ব্যবস্থা। জাতীয় শিক্ষানীতিতে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় মৌলিক প্রয়োজনের দিক এবং শিক্ষার গুণগত উৎকর্ষ অর্জনের ক্ষেত্রসমূহ প্রতিফলিত হবে।

শিক্ষা, জীবনের প্রয়োজনকে মেটানোর জন্য ব্যক্তিকে এই প্রস্তুতি অর্জনে সক্ষম করে। শিক্ষাকে এই প্রস্তুতি অর্জনের সহায়ক বিষয়বস্তুসমৃদ্ধ হতে হবে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ব্যক্তি জীবনে প্রস্তুতির প্রয়োজন দ্বিমুখী, জীবিকামুখী শক্তির বিকাশের প্রস্তুতি এবং মনুষত্বমুখী বৃত্তির বিকাশের প্রস্তুতি। একই সূত্রে গাঁথা মানুষের ব্যক্তি মানসের বিকাশ এবং তার সমাজ জীবনের বিকাশ।

শিক্ষার এই প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার দিক নিয়ে আলোচনার সূচনাকে বলতে হয়, এ দেশের প্রত্যেকটি নাগরিকের শিক্ষার অধিকার সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত। কিন্তু এ যাবত কোন জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণীত হয়নি।

অতীতে ব্রিটিশ সরকারের ঔপনিবেশিক শাসনের ক্ষেত্র সৃষ্টি উপযোগী করে তৈরি শিক্ষার সনাতন ধারা অনুসারে শিক্ষা ব্যবস্থা চলছে। শুধুমাত্র বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন ১৯৯০ ইং সংযোজন হয়েছে। একটি স্বাধীন দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যগত দিকের প্রেক্ষাপট এবং প্রয়োজন অনুসারে ব্যক্তিসত্তায় চেতনাবোধ সৃষ্টি এবং কর্মসম্পাদনে উপযুক্ত করে গড়ে তোলার উপযোগী এ শিক্ষা ব্যবস্থা নয়। এ দেশ একটি কৃষিনির্ভর স্বল্প

আয়তন অথচ ঘনবসতিপূর্ণ পৃথিবীর অষ্টম বৃহত্তম দেশ এবং বিশ্বের দরিদ্রতম দেশগুলোর অন্যতম। জনসংখ্যা প্রতিদিন ৬ হাজারের উর্ধে বৃদ্ধি পেয়ে অতি দ্রুতই ১২ কোটিকে ছাড়িয়ে যাবে। এ দেশে শিক্ষার হার বর্তমানে ২৪ শতাংশ, ফলে বর্তমানে নিরক্ষর জনসংখ্যা প্রায় ৮ কোটির উর্ধে। এই পরিস্থিতিতে বিরাট সংখ্যক নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে অক্ষরজ্ঞান দানের বিষয়টি একটি বিশাল জাতীয় সমস্যা হয়ে বিরাজ করছে।

বিশ্বের উন্নত দেশসমূহের উন্নতির মূলে রয়েছে সে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা। উপযুক্ত শিক্ষাদানের মধ্য দিয়ে জনগণকে উৎপাদনশীল কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত করা সম্ভব হয়েছে। সেই সঙ্গে শিক্ষার প্রভাবে ব্যক্তির উদ্ভাবনী শক্তির উন্মেষ এবং প্রয়োগ ঘটানোর সুযোগ দিয়ে জাতিকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারছে। শিক্ষা ব্যবস্থায় এই উপাদান এবং বৈশিষ্ট্য উপস্থিত না থাকলে শুধু অক্ষরজ্ঞানপ্রাপ্ত, মুখস্থনির্ভর বিদ্যার্জনে কোন শিক্ষা লাভ হয় না। জাতীয় অগ্রগতি, সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে দেশের জন্য সম্পদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ অপরিহার্য। শিক্ষার মাধ্যমে এই সক্ষমতা জনগণ অর্জন করতে না পারলে শুধু পুঁথিগত শিক্ষা জাতীয় বা ব্যক্তি জীবনে কোন উপযোগিতা সৃষ্টি করতে পারে না।

শিক্ষার অপরিসীম গুরুত্বের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরছি। মূলত তিনটি স্তরে শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে :

: প্রাথমিক শিক্ষা
: মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা
: বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে উচ্চ শিক্ষা

প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে ৬ থেকে দশ বছরের শিশুদের ৫ বছর মেয়াদী শিক্ষা দেয়া হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বর্তমান সংখ্যা ৪৫,৯৩০টি। প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে শিক্ষার্থীর সংখ্যা হচ্ছে ১,১৯,৩৯, ৯৪৯। স্কুল গমনোযোগী শিশুদের সংখ্যা ১.৫২,৭০ হাজার। এ ক্ষেত্রে মাত্র ৭৫ শতাংশ শিশু শিক্ষার সুযোগ পায়। সুযোগপ্রাপ্তদের মধ্যে থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পৌঁছানোর পূর্বে ৬০ শতাংশ ঝড়ে পড়ে (Drop out)। প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার বিষয় এবং পদ্ধতি শিশুর অনুসন্ধিৎসা, কল্পনাশক্তি জাগিয়ে তোলার সহায়ক হওয়া প্রয়োজন। প্রাথমিক শিক্ষা শিশুর মনে শ্রমের মর্যাদা দানের জন্য উপলব্ধি জাগিয়ে তোলার এবং গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার উপযোগী হওয়া আবশ্যক। আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার এই গুণগত দিক রক্ষার বিষয় গুরুত্ব কম দেয়া হয়। এ ছাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিবেশ এবং ব্যবস্থাপনা অধিকাংশ স্থানে শিশুর মানসিক ও শারীরিক বিকাশের প্রয়োজনীয় উপাদান সমৃদ্ধ নয়।

প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের পূর্বে শিশুর বয়স অনুসারে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রটি তেমন সংগঠিত নয়। ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও বাণিজ্যিক ভিত্তিতে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা কিছু কিছু শহরে গড়ে উঠেছে। (অসমাপ্ত)